যুগান্তর

তারিখ 02 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

সেশন জটের নয়া রেকর্ড : মাস্টার্সে তিন ব্যাচ শিক্ষকদের স্বেচ্ছাচারিতায় ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি

একরামুল ইসলাম বিপুব, *হাবি থেকে*

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে সেশনজটের নয়া রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এ বিভাগে শুধু মাস্টার্সেই রয়েছে তিনটি ব্যাচ। ফলে এ তিনটি ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের 'ওল্ড', 'মিডল' এবং 'নিউ' মাস্টার্স হিসেবে পরিচয় দিতে হচ্ছে। সেশনজটের পাশাপাশি এ বিভাগে চলছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও তুঘলকি কাণ্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়মনীতি ও ঐতিহ্য ভঙ্গ করে মাস্টার্সের দুই ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে ক্লাস নিচ্ছেন ওই বিভাগের শিক্ষকরা। সিনিয়র ও জুনিয়রদের আলাদা ক্লাস না নিয়ে প্রতিদিন দুটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের একই সিলেবাসে একসঙ্গে ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্তে ওই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। কিন্তু শিক্ষকদের ভয়ে এ ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ব্যতিক্রমী এই অনিয়মের ঘটনা গত কয়েকদিনে টক অব দ্য ক্যাম্পাসে পরিণত হয়েছে।

জানা যায়, মাস্টার্স ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রায় ছয় মাস আগে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করলেও বিভিন্ন টালবাহানা করে শিক্ষকরা তাদের ক্লাস নেননি। সম্প্রতি পরবর্তী ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্সে উঠলে শিক্ষকরা দুটি ব্যাচের ক্লাস প্রতিদিন একসঙ্গে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সে মোতাবেক ক্লাস নেয়াও শুরু করেন। সিনিয়র ছাত্ররা এ ব্যাপারে প্রথমে আপত্তি জানালেও শিক্ষকদের হুমকির মুখে এ অনিয়ম মেনে নিতে বাধ্য হয়। শিক্ষকদের সাফ কথা, একটি সেকচারেই যখন দুটি ব্যাচের ক্লাস হয়ে থাকে তাই সবাইকে এভাবেই ক্লাস করতে হবে। পরীক্ষার খাতায় নম্বর না পাওয়ার আশঙ্কায় ছাত্রছাত্রীরা ঘটনাটি উপাচার্যের কাছে অভিযোগ করতে চেয়েও পারেননি। ইতিমধ্যে একজন শিক্ষক ইনভোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় দেখে নেয়ারও হুমকি দেন।

এদিকে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা জানান, জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একই কক্ষে পাশাপাশি বসে ক্লাস করতে আমাদের বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রতিদিন প্রতিযোগিতা করে জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একই কক্ষে পাশাপাশি বসে ক্লাস করতে আমাদের বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রতিদিন প্রতিযোগিতা করে জুনিয়ররা প্রথম সারির চেয়ারগুলো দখল করে বসায় তাদের পেছনের সারিগুলোতে অথবা কখনও দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। এতে সিনিয়র-জুনিয়রদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তারা অভিযোগ করে বলেন, ছয় মাস আগে আমরা অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করেছি। বিবিএ অনুষদসহ অন্যান্য বিভাগে যেখানে পরীক্ষা শেষ হওয়ার দু'এক সপ্তাহ পরই মাস্টার্সের ক্লাস শুরু হয় সেখানে ফলাফলের জন্য অপেক্ষার নামে তাদের দীর্ঘ সেশনজটের কবলে ঠেলে দেয়া হয়েছে। অথচ অনেকটি বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করে এখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে।

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. এমতাজ হোসেন জানান, সেশনজট নিরসন করার জন্যই দুই ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা আপত্তি জানিয়েছে বলে আমি শুনেছি।